# ইন্টারনেট নিয়ে কর্তৃত্ববাদী এশিয়ান রাষ্ট্রনায়কদের উভয়সংকট

ভিয়েতনামকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ছড়িয়ে থাকা কমপিউটার নেটওয়ার্ক ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টায় ৪৪ বছর বয়স্ক কমপিউটার বিজ্ঞানী ট্রান বা থাইকে এখন পর্যন্ত সহায়তা দিয়ে চলেছে ভিয়েতনামের বর্বীয়ান কমিউনিস্ট শাসকরা।

হ্যানয় ভিত্তিক ভিয়েতনাম জাতীয় তথ্য-প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউটে কর্মরত রয়েছেন ট্রান বা থাই। তাঁর আশংকা যে ভিয়েতনামের ইলেক্ট্রনিক পোষ্ট মাষ্টার হিসেবে তিনি এগিয়ে চলেছেন একটি একক সরু তারের ওপর দিয়ে।

ভিয়েতনামের বিকাশোন্মুখ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য ইন্টারনেটের প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগাতে বিশ্ব তথ্য মহাসড়কের সাথে জাতিকে যুক্ত করতে চায় ভিয়েতনামী নেতারা। কিন্তু তাঁদের সমস্যা হচ্ছে বিপরীতমুখী যে স্রোত থেকে তারা জনগণকে দূরে রাখতে চায় তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজেই এসে পরবে জনগণের নাগালে। এই নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হচ্ছে ভিয়েতনামের দেশত্যাগী ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের লেখা, মানবাধিকার সংস্থা সমূহের প্রতিবেদন এবং অশ্লীল বিষয়াদি।

ট্রান বা থাই বলেন, 'সরকার এ সব বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন ঠিকই কিন্তু তাঁরা জানেন যে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাদির আয়তন বড়। ভিয়েতনামের মত একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দেশকে বিশ্বে আবার দ্রুত ও সুলভে স্থাপনের মোক্ষম বাহন হচ্ছে ইন্টারনেট।'

তথ্য মহাসড়কের বিপ্লবের জন্ম পশ্চিমা বিশ্বে হলেও এশিয়ার স্বৈর নায়করা নাটকীয়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে এটির দ্বারা। এই এশিয়াতে বাস করে বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এবং এটির অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটছে।

ইন্টারনেটের অপব্যাবহার দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এশিয়ার সরকারসমূহ। অতি সম্প্রতি সিঙ্গাপুর সরকার ঘোষণা করেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইন্টারনেটে কোন মানহানিকর অপবাদমূলক ও অশ্লীল বিষয় প্রক্ষেপ করে তবে তা হবে দন্ডনীয় অপরাধ। ধারণা করা হচ্ছে ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসার রোধ করার জন্য গনচীন স্থানীয় ইন্টারনেট সেবার মুল্য কৃত্রিমভাবে চড়া রাখবে।

তবে ইন্টারনেট অবরুদ্ধ রাখার কোন উপায় নেই। তা হবে টেলিফোন লাইনসমূহ কেটে দেওয়া ও কমপিউটার বাজারজাত না করার সমতূল্য ব্যাপার। যে সব উদীয়মান এশিয়ান দেশ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর অগ্রসরমান অর্থনীতি গড়তে যাচ্ছে তারা এই পথে যাবে না। ইন্টারনেটে তথ্য প্রবাহের গতি এত দ্রুত ও অপ্রতিহত যে অনেক দেশের সেন্সর আরোপের প্রচেষ্টা এখন অতীতের ব্যাপার।

অধিকাংশ এশিয়ান সরকার বাক্ স্বাধীনতার প্রতি অতটা অনুরক্ত নয়। তবে তাঁরা এটুকু অনুধাবন করছেন যে, তথ্যের অবাধ আনাগোনার মাধ্যমে বিশ্বের ভবিষ্যত অর্থনীতি হবে কমপিউটার নির্ভর এবং অধিক ডাটা, চিঠিপত্রসহ তথ্যসমূহ প্রেরিত হবে কমপিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

তাঁদের অর্থনীতির প্রাণশক্তি নির্ভর করবে একটা কমপিউটার শিক্ষিত এবং ইন্টারনেট পরিচালনায় দক্ষ জনশক্তির ওপর।

তাই গণচীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ও মালয়েশিয়া যখন শক্ত হাতে অন্য সব গণ মাধ্যমকে সেন্সর করছে, তখন তারা পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে ইন্টারনেটের তথ্য বন্যাকে বাহিত হতে দিতে। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের বক্তব্য থেকে অশ্লিল বিষয়াদি পর্যন্ত সব কিছুকে অন-লাইন করা।

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের রেষ্টনভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেট সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক এছনী এম. রুটকোস্কি বলেন, 'যে সব যুক্ত পরিবেশ বিমুখ কর্তৃত্ববাদী সরকার ইন্টারনেটের স্বাভাবিক প্রবাহকে অবরুদ্ধ করতে চাইবে তাদের পরাজয় হবে অবধারিত।' এশিয়াতে বর্তমানে আনুমানিক দু'লক্ষ কমপিউটার ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত এ সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়বে আগামী কয়েক বছরে। ইন্টারনেট সোসাইটির হিসেব অনুযায়ী হংকং-এ প্রায় ১৫হাজার সিঙ্গাপুরে ৮ হাজারের বেশি থাইল্যান্ডে ৩ হাজার এবং গণচীনে ৫শ'র বেশি কমপিউটার এ পর্যন্ত যুক্ত ইন্টারনেটের সাথে।

এশিয়ার এসব অগ্রসরমান অর্থনীতিতে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত কমপিউটারসমূহের অধিকাংশ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী অফিস এবং বড় বড় কোম্পানীতে বিশেষ করে হংকং ও সিঙ্গাপুরের সমৃদ্ধশালী এলাকাগুলিতে কমপিউটার সমূহ ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিং থেকে শুরু করে কমপিউটার গেমস ও ইন্টারনেট পর্যন্ত।

এশিয়ার স্বৈর সরকারগুলির মধ্যে কেবল উত্তর কোরিয়া এবং বার্মা যোগাযোগ বিপ্লবের বাইরে রয়েছে। কারণ, ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় কমপিউটার ও টেলিফোন সরঞ্জাম কেনার মত আর্থিক সামর্থ তাদের নেই। বাংলাদেশে সরকারী অনীহাই ইন্টারনেটের তথ্য-ভান্ডার থেকে জাতিকে বঞ্চিত রেখেছে।

ইন্টারনেট গণচীনে প্রবেশ করেছে মাত্র দু'বছর আগে কিন্তু এর মধ্যে সেখানে গড়ে উঠেছে আটটি ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন টেলিযোগাযোগ কোম্পানী স্প্রিন্টের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জনগণের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের একটি প্রতিষ্ঠান।

এ বছরের জানুয়ারীতে চীন সরকার ঘোষণা করেছে যে, তারা সারা দেশের ১০০টি প্রধান কলেজকে ইন্টারনেটের সাথে সংযোগের জন্য একটি জাতীয় ভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে। ১৯৮৯ সালে বেইজিং-এর তিয়ানমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের বিদ্রোহ দমনের আগে যে কলেজগুলি ছিল বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদের কেন্দ্রভূমি সে সব কলেজকেই ইন্টারনেট যুক্ত বিশ্বে প্রবেশের সুযোগ দেয়ার মত সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীনের কমিউনিস্ট শাসকরা। দেশত্যাগী বিরুদ্ধ রাজনৈতিক পক্ষের ইলেক্ট্রনিক মেইলের স্রোতে ভিয়েতনাম সয়লাব হওয়ার ঝুঁকি মেনে নিয়েই ভিয়েতনামের সরকার সেখানে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিচ্ছে।

ইন্টারনেটের সম্ভাবনা ও আপদ সম্পর্কে বিশ্বের সবচেয়ে সচেতন দেশ বলা হয় বিত্তবান কর্তৃত্বপরায়ন সিঙ্গাপুরকে। যেখানে রয়েছে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কঠোরতম সেন্সরশিপ আইন।

সিঙ্গাপুরকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ ও আর্থিক তৎপরতা কেন্দ্র করতে গিয়ে সিঙ্গাপুর সরকার যে কয়েকটি নীতিবিরুদ্ধ বিষয়কে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে ইন্টারনেট হচ্ছে তার অন্যতম। সিঙ্গাপুরকে আগামী শতাব্দীর গোড়ায় একটা বিমান দ্বিপ হিসেবে গড়ার উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের কারণে তারা কেবল জনগণের জন্য ইন্টারনেটে প্রবেশকেই সহজ করেনি বরং এর ভিত্তিকে সুপ্রসস্থ করার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করছে।

*(বাকী অংশ ৬৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)*

*চার বছর আগে সিঙ্গাপুরের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বোর্ডের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল টেকনেট। এটি ৫০,০০০ লোকের ইন্টারনেটে প্রবেশের স্বর্গদ্বার খুলে দিয়েছিল। এদের অধিকাংশই জড়িত ছিল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে।*

*সিঙ্গাপুরের তিনটি কোম্পানী সেম্বাওয়াং মিডিয়া, এসটি কমপিউটার সিস্টেম এন্ড সার্ভিসেস এবং সিঙ্গাপুরের ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া মিলে একটি কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করেছে প্যাসিফিক ইন্টারনেট লিঃ নামে। এই কনসোর্টিয়ামটি খরিদ করেছে টেকনেট প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকায়।*

*সেম্বাওয়াং মিডিয়া প্রধান ওং সেং হন বলেন, প্যাসিফিক ইন্টারনেটের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ভরযোগ্য, প্রতিযোগিতামূলক দামে এবং সমন্বিত ইন্টারনেট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া।*

*গত বছরের জুলাইতে প্রতিষ্ঠিত সিঙ্গাপুর টেলিকমিউনিকেশন লিঃ-এর ইন্টারনেটের সেবা প্রদানকারী সিঙ্গনেট হচ্ছে সিঙ্গাপুরের সাধারণ মানুষকে ইন্টারনেটের সেবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদানকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সিঙ্গাপুরের টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষ এ বছরের মে মাসে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের স্থাপনা গড়ে তোলার জন্য লাইসেন্সের আবেদন করতে আমন্ত্রণ জানায়।*

*এই বিজয়ী প্রতিষ্ঠানটি এরপর সিঙ্গনেট ও প্যাসিফিক ইন্টারনেটের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে ইন্টারনেটের সেবা প্রদানের ব্যবসায়।*

*বাংলাদেশের টিএন্ডটি বোর্ডের জন্য এখানে একটা শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। আমাদের দেশে সেল্যুলার ফোনের একচেটিয়া লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ ক্রেতাদের যেভাবে অসহায় অবস্থায় নিস্পেষণ করা হয়েছে সে ধরনের কোন ফটকা মুনাফা যেন নবগঠিত এই কনসোর্টিয়াম প্যাসিফিক ইন্টারনেট না নিতে পারে সে জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে তৃতীয় একটি ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী কোম্পানীকে সরকার লাইসেন্স প্রদান না করা পর্যন্ত টেকনেটের দখল প্রদান করা হবে না প্যাসিফিককে।*

# কমপিউটার পরিচিতি প্রতিযোগিতা

চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য নির্বাচিত যে সব দলকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হবে তাদের নাম ও স্কুলের ঠিকানা ঃ

১। মোঃ জাহিদুর রহমান (দলনেতা)
মোঃ সায়ীদুল মারুফ
মোঃ রিয়াজ খান
মোঃ রাশেদুল ইসলাম দেওয়ান
গাজী মোঃ আহসানুল হক
ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।
৪৩/১/এ, ডিস্টিলারি রোড,
গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

২। মোঃ আসিফুজ্জামান (দলনেতা)
মোঃ রুহুল আমীন
মোঃ আরিফুল হাসান
হলিচাইল্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ,
উত্তরা, ঢাকা।
প্রযত্নে ঃ মনিরুজ্জামান
কলেজ রোড, আউচপাড়া
পোঃ নিশাতনগর, টংগী-১৭১১

৩। গাজী আসীফ সালাহউদ্দীন লেনিন (দলনেতা)
ক্যামেলিয়া নাসরীন নাতাশা
এহসানুল ফায়েজ ফারহান
মোঃ জাকিরুল ইসলাম বিপ্লব
তানভীর আহমেদ সোহাগ
এ ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ,
মীরপুর, ঢাকা।
প্রযত্নে ঃ গাজী মোঃ জাহাঙ্গীর
১৪৬/১ নিউবেইলী রোড, ঢাকা-১০০০।

৪। নাসরীন ফেরদৌস (দলনেত্রী)
তাসলীম আহমেদ
তাসনুভা আহমেদ
জাকিয়া সুলতানা
নাজিয়া ইসলাম
রওশন জামিল মঞ্জিল (৩য় তলা)
৬৬১/এ, খিলগাঁও, ব্লক-এ, ঢাকা-১২১৯
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

৫। বিশ্বজীত মোহন গোস্বামী (দলনেতা)
এস, এম, মোস্তাফিজুর রহমান
সাইফুল ইসলাম
উত্তম কুমার দাস
কুমিল্লা জিলা স্কুল, কুমিল্লা-৩৫০০

৬। এশা রাহনুমা (দলনেত্রী)
ফারহানা শারমীন
শারমীন রাবেয়া
অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর, ঢাকা।
প্রযত্নে ঃ মোঃ জামালুদ্দীন ডি. জি. এম পেট্রোবাংলা
৮১. কলাবাগান, ১ম লেন, ঢাকা-১২০৫।

৭। মোঃ শাহরিয়ার মাহবুব (দলনেতা)
মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
জগলুল গনি
আদমজী ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল,
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
প্রযত্নে ঃ লেঃ কর্নেল এম এ মান্নান
১৬৭/বি, পূর্ব কাফরুল,
ঢাকা ক্যান্টমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

৮। আবদুল ওয়াজেদ উপল (দলনেতা)
অরিজিত দাস
শুভ্র শোভন চৌধুরী
উজ্জ্বল ইব্রাহীম
সাদীদ মুনীর
উদয়ন বিদ্যালয়, ঢাকা।
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।

৯। আশিক আহমেদ অভী (দলনেতা)
মোঃ ওবায়দুল হক শিমুল
মোঃ মঞ্জুর মোর্শেদ বাপ্পী
মোঃ মাহমুদুল হাসান মামুন
মোঃ সাব্রিয়ার হোসেন বাবলু
সিডিল এডিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়,
উত্তরা, ঢাকা।

১০। তুহিন (দলনেতা)
গাজী তৌফিক জামাল
আদনান খালেদ মনসুর
সৈয়দ সামসুল আরেফীন
পি. এ. টি. সি. স্কুল, সাভার, ঢাকা।
প্রযত্নে ঃ দুলু মিয়া
পরিবহন শাখা
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১৩৪২

## ঘোষণা

**কমপিউটার পরিচিতি প্রতিযোগিতার ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের মৌখিক পরীক্ষা কিছুদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। স্কুলসমূহে যান্মাসিক পরীক্ষার জন্য তারিখ কিছুটা পিছাতে হয়েছে। তারিখ ও স্থান জানিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদের পত্র দেয়া হবে।**

স. ক. জ

## ঘোষণা

কমপিউটার পরিচিতি প্রতিযোগিতা ও মফিজ চৌধুরী স্মৃতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বন্ধুরা, তোমাদের অনেকেরই যান্মাষিক পরীক্ষা থাকার কারণে প্রতিযোগিতায় পর্বভিত্তিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান জুলাই মাসের শেষের দিকে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় পত্রের মাধ্যমে তোমাদের জানানো হবে।

স. ক. জ

## ইন্টারনেট

*(২৭ নং পৃষ্ঠার পর)*

সিঙ্গাপুরের তথ্য ও কলা বিষয়ক মন্ত্রী জর্জ ইও বলেন– 'আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা সেটি হচ্ছে এই প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে হয় আমরা রুদ্ধ করবো অথবা এটিই আমাদের রুদ্ধ করবে'।

পত্রিকায় সিঙ্গাপুর সরকারের যে ধরনের খোলামেলা সমালোচনায় বাসার দরজায় পুলিশের কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়ার কথা, সে ধরনের অবাধ সমালোচনা এখন সিঙ্গাপুরের হাজার হাজার কমপিউটার ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছাচ্ছে অবাধে।

গণচীন ইন্টারনেট প্রবেশ সীমাবদ্ধ করতে চাচ্ছে উচ্চ হারে ফি নির্ধারণ করে। সম্প্রতি হংকং-এ অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে চীনের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একজন গবেষক জিয়াং লিনটাও বলেন যে গণচীন ইন্টারনেটে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য উপায়ও চিন্তাভবান করছে তবে তিনি বিস্তারিত কিছু জানান নি।

সিঙ্গাপুর চাচ্ছে ব্যবহারকারীরা নিজেরাই পুলিশের দায়িত্ব পালন করুক। তারা হুশিয়ার করে দিয়েছে যে, কেউ যদি অশ্লীল অথবা যৌন উদ্দীপক কোন বিষয় ইন্টারনেটে প্রক্ষেপ করে তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গত বছর সিঙ্গাপুর সরকার স্বীকার করেছে যে, সরকারী তহবিলে পরিচালিত দু'টি ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের একটি–টেকনেটের ব্যবহারকারীদের ফাইলসমূহে গোপন তল্লাসী চালায় অশ্লীল বিষয়াদির খোঁজে। এই তল্লাশীর ফলে কিছু অশ্লীল ছবির প্রতিবিম্ব ধরা পরলে সরকার একটি কমপিউটারায়ান বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টেকনেটের ব্যবহারকারীদের হুশিয়ার করে দেয় সমাজবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে।

এই গোপন তল্লাশীর ফলে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্পর্কে সেখানকার বিদেশী কোম্পানীসমূহ আতংকিত হয়ে পড়ে ইলেক্ট্রনিক মেইলের সুবিধার জন্য। এসব কোম্পানী ভীতিগ্রস্থ হয়ে পরে যে সিঙ্গাপুর সরকার হয়তো পরিশেষে তাঁদের গোপন কোম্পানী তথ্যসমূহ করায়ত্ব করবে অবৈধভাবে। চতুর সিঙ্গাপুর সরকার সাথে সাথে এসব বিশ্ব প্রসিদ্ধ বহুজাতিক কোম্পানীকে অভয় দেয় যে এ ধরনের ঘোষণা বিহীন তল্লাশী চালানোর তাদের কোন ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় নেই।

আজম মাহমুদ

## ঘোষণা

অনিবার্য কারণবশতঃ এ সংখ্যার কমপিউটার পাঠশালা, MDA, CGA, HGA, EGA এবং VGA কার্ডের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম করা এবং ATM— REVOLUTION FOR BANGALDESH ও BANKING SECTOR লেখাসমূহ প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলে আমরা দুঃখিত।

স. ক. জ